তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ন্যূনতম মজুরি পেলো চিংড়িচাষিরা

সরকার ২০০৯ সালের ২১ নভেম্বর চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য ন্যূনতম বেতন ঘোষণা করে। আনুষ্ঠানিক খাতটিতে যুক্ত শ্রমিকদের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ছিল ন্যূনতম বেতন নির্ধারনের লক্ষ্য। উল্লেখ করা দরকার, ন্যূনতম বেতন শ্রম আইনের অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংগঠন সেফ (SAFE), চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরন খাতে শ্রম আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সেফ চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরন শিল্পের ওপর একটি সমীক্ষা চালায়।

সেফ প্রকল্প এলাকায় কতগুলো চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প-কারখানা ন্যূনতম বেতন দিয়ে থাকে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার জন্য তা জানা প্রয়োজন ছিল। সেফ এর কর্মী আসাদুজ্জামান খুলনার শ্রম অধিদপ্তর থেকে ন্যূনতম বেতন প্রদানকারী চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জানতে চান। তিনি ২০১০ সালের ১৫ জুলাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-প্রধান পরিদর্শকের দপ্তরে ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) আওতায় তথ্যের জন্য আবেদন করেন। উপপ্রধান পরিদর্শক আবেদনপত্র নিতেই অস্বীকৃতি জানান। তাঁর অনীহা দেখে আসাদুজ্জামান কয়েকদিন পরে রেজিস্টার্ড চিঠির মাধ্যমে লিখিতভাবে আবেদন করেন। কিন্তু ২০ কর্মদিবস অপেক্ষার পরও তিনি কোনো জবাব পাননি।

কাজ হচ্ছে না দেখে তিনি আপিল কর্তৃপক্ষের (প্রধান পরিদর্শক, শ্রম অধিদপ্তর) কাছে ডাকযোগে আপিল করেন। এ জবাবে প্রধান পরিদর্শক খুলনা বিভাগের উপ পরিদর্শককে তথ্য দেয়ার পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠান। এরপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ফোন করে আসাদুজ্জামানকে বলা হয় সাধারণ একটি চিঠি লিখে তথ্য চাওয়ার জন্য। আসাদুজ্জামান সে অনুযায়ী তথ্য চেয়ে উপ-প্রধান পরিদর্শককে চিঠি লেখেন। কিন্তু এবারও কোনো সাড়া মেলেনি।

৩০ সেপ্টেম্বর আসাদুজ্জামান প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, সেইদিনই আসাদ সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে তাঁর চাওয়া তথ্যসহ একটি চিঠি পান। তবে তথ্যগুলো যে আরটিআই আইন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে চিঠিতে একথা বলা হয়নি। সরবরাহকৃত তথ্য আংশিক ভুল ছিল। ২০১১ সালের ৩১ জানুয়ারি আসাদ তথ্য কমিশন থেকে একটি চিঠি পান। চিঠিতে তাঁকে ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় শুনানিতে যোগ দিতে বলা হয়। আসাদ তথ্য কমিশনকে প্রদত্ত তথ্যে ভুল থাকার কথা জানান। শ্রম অধিদপ্তর বলেছিল ৩৯টি প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম মজুরি দেয়। আসাদুজ্জামান কমিশনকে জানান, এর মধ্যে একটি আসলে চট্টগ্রামের, সেফ-এর প্রকল্প এলাকার নয়। সেফ-এর প্রাপ্ত তথ্যমতে, ওই এলাকায় চালু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪। বাকিগুলো তখন বন্ধ ছিল।

আসাদুজ্জামান প্রথম শুনানিতে উপস্থিত থাকতে না পারায় সময় চেয়ে আবেদন করেন। পরে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত শুনানিতে তিনি তাঁর অভিযোগের সপক্ষে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। এর পরে ২১ মার্চের শুনানিতে প্রধান কমিশনার পরের সপ্তাহের মঙ্গলবারের মধ্যে সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য উপ-প্রধান পরিদর্শক বেলায়েতকে নির্দেশ দেন। প্রধান তথ্য কমিশনার এ সময় উপস্থিত বেলায়েতের দুই সহকর্মীকেও তথ্য না দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেন। আসাদুজ্জামান অবশেষে ২৭ মার্চ তার চাওয়া তথ্য পান।

দেখা যায়, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাজের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যের জন্য অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরো সক্রিয় হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে 'সেফ'-এর প্রকল্প এলাকার ৩৭টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭টিই শ্রমিকদের সরকারঘোষিত ন্যূনতম বেতন দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরও এখন দৃশ্যত তথ্য দেয়ার ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয়।